সরকারি টাকায় বই কেনা : উদ্দেশ্য স্রেফ হরিলুট, বইপড়া নয়

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

বেশ-কিছু পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি ছাপা হয়েছে। অনুসন্ধানী রিপোর্টও করা হয়েছে। পত্রপত্রিকার কল্যাণে দেশের অনেক মানুষই জেনেছেন যে, সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার জন্য সরকারি অর্থে এ বছরও হাজার হাজার বই কিনছে। গত কয়েক বছর থেকেই এমন একটি ধারা দেশে চলে আসছে।

আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বই কিনছে কথাটি বিদেশী কেউ শুনলে তো খুশিই হবে, বাহবাও দেবে। কিন্তু দেশের পত্রপত্রিকাগুলো সরকারি টাকায় এসব বই কেনাকে সুনজরে দেখছে না, সাধুবাদের সঙ্গে গ্রহণও করতে পারছে না। আওয়ামী লীগের আমলে কেনা বইগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, শেখ হাসিনার লেখা বই নিয়ে প্রায় সবকটি পত্রিকাই সমালোচনামুখর ছিল। এখন আবার জোট সরকারের আমলে জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়াকে কেন্দ্র করে অসংখ্য বই, জামাত নেতাদের লেখা বই ইত্যাদি নিয়ে বেশ বড়ো ধরনের সমালোচনা উঠেছে। আওয়ামী লীগ যদি বই কেনার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও শেখ হাসিনার লেখা বই নিয়ে এক কদম ফেলেছে, জোট সরকার এক্ষেত্রে বাঁধ মনে হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিয়েছে।

দলীয় ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক বই সরকারি অর্থে কেনার নামে একশ্রেণীর অখ্যাত-কুখ্যাত লেখক ও প্রকাশককে কোটি কোটি টাকার পাণিজ্য করার সুযোগ করে দিচ্ছে সরকার। শুধু মাদ্রাসার জন্যই ২৪৮ টি বইয়ের মধ্যে জামাতের সদস্য, শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের ২৭টি বই রয়েছে বলে প্রথম আলো পত্রিকা উল্লেখ করেছে। কোনো কোনো প্রকাশনী সংস্থার ১০ থেকে ২০টি পর্যন্ত বই তালিকায় স্থান পেয়েছে। অপরদিকে মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচির আওতায় ২১৭টি বই কেনা হচ্ছে। প্রতিটি বই ২ হাজার ৩১৭ কপি করে কেনা হলে এর প্রাক্কলিত মূল্য প্রায় ১৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এ ধরনের বই কেনাকে টার্গেট করে গজিয়ে ওঠা প্রকাশনা সংস্থার কোনো কোনোটি একাই ৩-৭টি বই বিক্রি করেছে বলে জানা গেছে। মোটামুটি এসব অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পড়ে মনে হচ্ছে দেশে বই লেখা ও কেনা-বেচায় একটি 'বিপ্লব' সংঘটিত হয়ে গেছে।

আমাদের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের বই পাঠে 'উদ্বুদ্ধ' করতে আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকগণ যেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, তেমনি দেশে লেখক ও প্রকাশক তৈরির নিবিড় 'চাষ' শুরু হয়েছে। দেশে এমন কিছু লেখক তৈরি হয়ে গেছেন, যারা স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহায়ক গ্রন্থ লিখে ফেলেছেন। অথচ এরা যে লেখক, দু'কলম লিখতে পারেন— এমন স্বাক্ষর ইতিপূর্বে কারো চোখে পড়েনি। মনে হচ্ছে বই লেখা কতো সহজ কাজ। তাইতো? এখন কম্পিউটার প্রযুক্তি হাতের কাছেই আছে। টিপলেই তো বর্ণ, শব্দ, বাক্য বের হয়ে আসে। ইচ্ছে হয়েছে কাউকে বাংলার আতাতুর্ক হিসেবে ভাবতে, ব্যস! পাতার পর পাতা লিখলেই তো হলো। আমরা জনসভায় যদি যা খুশি তা বলতে পারি, তার জন্য সাইফুর রহমান যদি ট্যাক্স না বসান, তাহলে কারো সম্পর্কে যা খুশি তা লিখতে আপত্তি কোথায়? কে ওসব পড়ে দেখবে? পড়লেই কি? হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হয়েছে উনি এমনই মহান, এতোই বিশাল যে— তিনি জীবনে কোনো ভুলই করেননি। তিনি আমাদের ত্রাতা, তিনি আমাদের সবকিছু ব্যাস! তাই লিখেছি, তাকে বড়ো করার জন্য অন্যকে নরাধাম করার প্রয়োজন পড়লে আমি তাই করতে পারি, এটাই আমি বিশ্বাস করি, এটাই আমার কাজ, আপনার তাতে কি? আপনিও যাকে খুশি তাকে নিয়ে লিখুন। আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না, আমি পাতা ভরতে পারলে একটি বই হবে, বই হলে ২ হাজার ৩১৭ কপি বিক্রি করতে পারবো, লাখ লাখ টাকা পাবো, ব্যবসাটা জমাতে পারবো, 'লেখক' হিসেবে নিজের নামটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লেখক তালিকায় ওঠাতে পারবো। এই হচ্ছে বই নামক 'বস্তুর' সর্বশেষ ইতিবৃত্ত, লেখক নামক দলীয় ব্যবসায়ীদের অভ্যুদয়ের বাস্তব চিত্র।

বাংলাদেশে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে পারলে, প্রতিপক্ষকে কষে গালাগাল করতে পারলে, নিজ দলের নেতাদের রাতদিন 'বন্দনা' করতে পারলে যেমন সহজেই 'রাজনীতিবিদ' হওয়া যায়, টেলিভিশনের পর্দায় ঘন ঘন নিজেকে প্রদর্শন করতে পারলে যেমন সহজে নায়ক-নায়িকা, শিল্পী হওয়া যায়; ঘুষ, দুর্নীতি, কালোবাজারি, চাঁদাবাজিসহ অবৈধ পন্থায় টাকা আয় করতে পারলে যেমন সহজে ধনী হওয়া যায়, তেমনি কিছু কম্পোজ করে বইয়ের আকার দিতে পারলে লেখক, প্রকাশকও হওয়া যায়। যেকোনো পেশায় উত্থানের এমন সুবর্ণ সুযোগ পৃথিবীর কোনো দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। একজন লেখকের ৪/৫টি ওই ধরনের বই যদি এতো সহজে হাজার হাজার কপি নগদে বিক্রি হয়, তাহলে তার কপালে বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাগবে না তো অন্য কারো ললাটে লাগবে নাকি? দেশের সরকার বাহাদুরগণ এবং তাদের দলের নিচে যারা আশ্রয় নিয়ে 'বড়ো' হতে তাদেরকে জনগণের টাকা লুটপাট করার এভাবেই করে দেওয়া হচ্ছে।

[illegible]া এদেশের একজন শিশুও এখন জানে যে, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় যেসব বই সরকার কিনে পাঠাচ্ছে এগুলোর একটিও কোনো ছাত্রছাত্রীই পড়ে দেখবে না। দেশে বই পাঠের দুরবস্থা সম্পর্কে কমবেশি এখন সকলেই জানেন। যারা বই পড়তে অভ্যস্ত তারা হয় নিজেরা কিনে পড়েন, অথবা পরিচিতজনদের কাছ থেকে নিয়ে পড়েন। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা, জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার ওপর বই দেখলেই স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে তেমনটি ভাবার কোনোই কারণ নেই। বঙ্গবন্ধু, ভাসানী, তাজউদ্দীন আহমদ, জিয়াউর রহমানসহ আমাদের সকল জাতীয় নেতা-নেত্রী ও বীরদের জীবনী অবশ্যই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা পড়বে, শিখবে— এটিই প্রত্যাশিত। কিন্তু দেখতে হবে সেই বইগুলোর মান কেমন, পাঠযোগ্য কিনা, পড়ে ছাত্রছাত্রীরা সত্যিই কিছু শিখবে কিনা। অখ্যাত-কুখ্যাত লেখকদের বই পড়তে তাদের বয়েই গেছে? যে বই ভালো, সেই বইয়ের খবর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এমনিতেই চলে যায়। ছেলেমেয়েরা তাদের পছন্দের বই যেভাবেই হোক পড়ে— পড়ার যাদের অভ্যাস আছে, কেনার যাদের সঙ্গতি আছে। যাদের এর কোনোটিই নেই, তাদের বাসায় বই বয়ে নিয়ে গেলেও নেড়েচেড়ে দেখবে তেমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই।

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির পাঠক হঠাৎ তৈরি হয়নি। ওদেরকে তৈরি করতে হয়েছে। তারপরও পাঠক ধরে রাখা খুব সহজ নয়। এমনিতেই এখন স্যাটেলাইটের যুগে প্রবেশ করে ছেলেমেয়েদের পাঠাভ্যাস ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক অনেকটাই কমে গেছে, ভাটা পড়ে গেছে। ধ্রুপদী বাংলা সাহিত্য পাঠের আগ্রহ এখনকার তরুণ-তরুণীদের অনেকটাই কমে গেছে সবটা তাদের কিন্তু দোষ নয়। দেখুন না, আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারে

সকালে একটা পত্রিকা রাখা হয়। পত্রিকায় তখন হাল্কাভাবে সবকিছুই পরিবেশন করার চেষ্টা হচ্ছে। ফলে প্রতিদিন শিশু থেকে বয়স্ক পর্যন্ত পরিবারের সকল সদস্যেরই কিছু না কিছু সময় পত্রপত্রিকা পাঠে ব্যয় হয়। টেলিভিশন এখন এতো বেশি চ্যানেলসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে যে, কোনটা দেখে কোনটা না দেখে থাকা যায়! এছাড়া কারো কারো বাসায় বা কোথাও কম্পিউটার থাকায় ছেলেমেয়েদের সময় ও ব্যস্ততা ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। স্কুল-কলেজের পড়াশোনা, প্রাইভেট ও কোচিংয়ের পড়ার পর খেলার সময়ই তো অনেকের থাকে না। এতোসব ব্যস্ততাও রুটিনের মধ্যে আটকে পড়েছে শহরে শিশুকিশোর ছাত্রছাত্রীদের জীবন। গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবন গৎ বাঁধা অবস্থায় কাটে। লেখাপড়া, বইপড়া এসব অভ্যাস তাদের জীবনে খুব ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। সুতরাং, আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইতিপূর্বে কেনা বা পাঠানো বই লাইব্রেরি থেকে তুলে ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে কিনা তা এখন জরিপ করে দেখা যেতে পারে। তাছাড়া রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনী, শিক্ষা, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব বই পাঠানো হয়েছে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা ওই পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে কতোখানি রয়েছে, তাও বিচার-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ধরুন, রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ওপর লেখা বইগুলো স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে দেখছে— সে সম্পর্কে বাস্তবতাটা একটু বিবেচনা করে দেখি। এমনিতেই দেশের ছেলেমেয়েরা গত কয়েক বছর ধরে দেখে আসছে যে, দেশের রাজনীতিবিদগণ, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাড়াকাড়িতে লিপ্ত হয়েছে— কে ঘোষক, কে ঘোষণা দেননি, কে বড়ো, কে ছোট, ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে নেতাদের ছবি তাঙাতাঙি, বেতার-টিভিতে [illegible]নের প্রস্থান, একজনের স্তুতি, অন্যজনের নিন্দা, কুৎসা রটনা। যেন মুক্তিযুদ্ধে আর কোনো নেতা ছিলেন না, যেন তারা তখনই একে অপর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন— এ ধরনের বলপ্রয়োগী প্রচার, পাঠ্যপুস্তকে রাখা না রাখা ইত্যাদি ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে শিশুরা এখন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে ও এ সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রায় হারিয়েই ফেলেছে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি এখন এমন দৃশ্য দেখে হাততালি দিচ্ছে, মারহাবা মারহাবা দিচ্ছে, ছেলেমেয়েদের আড়ালে ডেকে নিয়ে বলছে— দেখো, ১৯৭১ সালে ভারত ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তানটা ভেঙেছে, শেখ মুজিব বেটা আসলে কিছুই করেনি, ইয়াহিয়া খানের কাছে আত্মসমর্পন করেছিল, জিয়া একটা ঘোষণা দেওয়ায় মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছিল, দেশটা স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। দেশটা স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ লুটপাট করে দেশটাকে 'তলাবিহীন ঝুড়িতে' পরিণত করেছিল, সে কারণে মানুষ না খেয়ে মারা গেছে, দুর্ভিক্ষ হয়েছে, মুজিব তখন বাকশাল করে গণতন্ত্র হত্যা করেছিল। তাই সামরিক বাহিনী শেখ মুজিবকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। তাকে হত্যা না করলে দেশটাকে ভারত নিয়ে যেতো ইত্যাদি ইত্যাদি। এটি একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা গত প্রায় ২৬/২৭ বছর ধরে বলে এসেছে। এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে বেতার-টিভি প্রচার যন্ত্র, কয়েকটি পত্রিকা, জনসভা, লোকশ্রুতি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রচারণা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে এদেশের শিশুকিশোররা এখন অহরহ এসব কথাই শুনছে। এখন পাঠ্যপুস্তকেও প্রায় অনুরূপভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এসব দেখেশুনে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অধ্যায়ের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলতে বসেছে। আমাদের গৌরবময় অতীত,

> **সর্বক্ষেত্রেই চেষ্টা করা হয় কোনো না কোনো গোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে লাভবান করার। এক্ষেত্রেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কয়েক কোটি টাকা একটি গোষ্ঠীকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার বই বেচা-কেনার একটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর দ্বারা দেশের একজন শিক্ষার্থীও আলোকিত হবে, অখ্যাত-কুখ্যাত লেখক প্রকাশকের লেখা বই পড়ে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে, সেগুলো তারা পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করবে, তা আমি বিশ্বাস করি না।**

ঐতিহ্য ও নেতৃত্বকে নানাভাবে 'বিতর্কিত' করা হয়েছে, তাদের জীবনের ওপর কালিমা লেপন করা হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ওসব জীবনী, তাদের রাজনীতির প্রভাব দিন দিন কমতে শুরু করেছে। যেসব বই লেখা হয়েছে সেগুলো কোনোভাবেই স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের ধ্যান-ধারণা ও চাহিদা অনুযায়ী লিখিত কোনো বই নয়। আমার ধারণা, ওইসব বই স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার লাইব্রেরিতে কিছুদিন পর উইপোকায় কেটে খাওয়ার বিষয়ে পরিণত হবে। কিন্তু জনগণের অর্থ যাদের ঘরে যাওয়ার, যারা এসব জীবনী গ্রন্থ, রাজনৈতিক বিষয়ক বই লিখে টাকা ঘরে তোলার— তারা তা করে ফেলেছেন। সেই সুযোগটি আমাদের সরকার বাহাদুর করে দিয়েছে।

অপরদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের আবরণে যেসব বই কেনা হচ্ছে, সেগুলোতে দুই ধরনের বই রয়েছে: এক, রাজনৈতিক, দুই, ধর্ম বিষয়ক। আসলে সাহিত্য ছাড়া ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি গভীর জ্ঞানতত্ত্বীয় যেকোনো বিষয়ের ওপর বই এবং প্রকাশের বেশকিছু স্বীকৃত নিয়ম থাকে। এ ধরনের যেকোনো বইয়ের যেকোনো তথ্য যাচাই-বাছাই করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত তা যখন ছাত্রছাত্রীদের জন্য লেখা হয়, তখন আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। পৃথিবীর যেকোনো উন্নত দেশে বই পুস্তকের বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়। যার যা খুশি বা মনগড়া কিছু লিখে পার পাওয়ার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রের দায়িত্ব এক্ষেত্রে এতোখানি যুক্ত থাকে যে, কোনো ভুল তথ্য, বিকৃত ও মনগড়া তথ্য পরিবেশনের জন্য রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স গ্রন্থের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার দলীয় বা সংকীর্ণতার সুযোগ কারো নেই।

লেখকের চিন্তাশক্তির স্বাধীন
সেই স্বাধীনতার নামে
ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ
এবং প্রকাশের বিষয়গুলো অ
থাকে। ছাত্রছাত্রীদের ধর্ম
নিতে হয় সিরিয়াসলি। যে
রাজনীতি নিয়ে বই লিখে
অমনি ছাত্রছাত্রীদের হাতে
এমনটি চিন্তা করা যায় না।
পাচ্ছি, দেলোয়ার হোসেন সা
আমী এবং তাদের দলের
যার যা খুশি বা ইচ্ছেমতো
শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওইসব বই
করে মাদ্রাসার জন্য হাজা
করতে যাচ্ছে। মগের মুল্লুক
আমাদেরকে দেখতে হবে ধর্ম
বই লেখা হয়েছে বা হচ্ছে
ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানগত ধারণা
করবে কিনা। মাওলানা ম
কুরআন তফসীর' 'তরজমা
এর মতো গ্রন্থ পড়ার ক্ষেত্রে
না। কিন্তু কোন বয়সের
শিক্ষার ভিত্তি কতোখানি পা
বই পড়বে তা বিবেচনায়
আমাদের দেশে ধর্ম বিষয়ক
বেশিরভাগই একটি মাত্র ধর্ম
দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা হয়,
দিকগুলোকে জানা, শেখা ও
এগুলোতে প্রায় অনুপস্থিত প
উঠেন এক দেশদর্শী। আমা
তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়টি
করা হয়নি। আসলে ধর্ম
সমাজে লেখাপড়া, জ্ঞান, শে
করার ক্ষমতা এতোই সীমিত
নিয়ে কিছু অন্ধবিশ্বাস ও প্র
বাইরে গভীর বিশ্লেষণ
লেখালেখি, গবেষণা প্রায়
লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও দেশে
পরীক্ষা পাসের বা বৈতরণী
প্রকৃত জ্ঞান-জিজ্ঞাসা সৃষ্টির
সুবিধা ও পরিবেশের উদ্দে
চলে।

আমাদের দেশে এমনি
পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক পুস্তক
বিরাজ করছে। ছাত্রছাত্রীদের
শিক্ষক নেই, শিক্ষক জোগা
ঘর, শিক্ষার উপকরণ দেও
পাঠ্যপুস্তকগুলো pedago
লেখা হয় না, শিশুকিশোর
মানস গঠনের উপযোগী
তাদেরকে দেওয়া যায় না য
চিন্তা, বিজ্ঞান চিন্তা, ইতিহাস
মানব সভ্যতার-অংশীদারিত্ব
ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবতা
চিন্তা করার মতো জ্ঞানগত
কিছুই ওরা পায় না স্কুল
শিক্ষা থেকে। যে কারণে
ছাত্রছাত্রীদের ৬০-৭০
পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়,
তাদেরও বেশিরভাগই তে
গড়ে উঠছে না, উঠতে
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থে
শিক্ষার্থীদের ভাবা জ্ঞানের
আছে তা কারো অজানা নয়
পর্যায়ে আছে তা বলার
ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জনে
বিরাজমান সমস্যাসমূহ
অজানা নয়। কিন্তু তারা
করে এমনসব খাতে কো
করে, যার সুফল খুব কম
করা যায়।

আসলে সর্বক্ষেত্রেই
কোনো গোষ্ঠীকে আর্থিকভ
এক্ষেত্রেও পরিষ্কার বোঝা
টাকা একটি গোষ্ঠীকে পাইয়ে
কলেজ ও মাদ্রাসার বই
ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর
শিক্ষার্থীও আলোকিত হ
লেখক প্রকাশকের লেখা
উপকৃত হবে, সেগুলো
প্রকাশ করবে, তা আমি বি
স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার
ও সহায়ক বই পড়ায় অবশ
তাদের মনের খোরাক মেট
দেওয়া, তাদেরকে গড়ে
গঠন বিষয়ক কাজগু
পরিকল্পনা মোতাবেক করা
সাহিত্য-মানস গড়ে তোলা
জাতি ও বিশ্বজনীন বোধ
বিজ্ঞান, ধর্ম, নৈতিকতা
বাছাই করা খুব সহজ কা
pedagogical বোধ
নিজেরাও যেমন এ সমাজে
ভূমিকা রাখতে অক্ষম, ত
যারা চলছেন, সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
গোষ্ঠে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন।
উদ্যোগে যা বের হচ্ছে তা
প্রজন্ম ও শিক্ষার্থীরা ভালো
করতে পারি না।

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী : [illegible]
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।